দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 31 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষানির্ভরতার কুফল

মো. শরীফ

মহাজ্ঞানীদের শিক্ষার ধারাটা ব্যতিক্রমই ছিল। যারা মহাজ্ঞানী ছিলেন তাদের কেউ মোটেও আজকের মতো গলদকরণ পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন করেননি। খুব দূরে না গেলে কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথকে উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া তাঁর মোটেও ভালো লাগতো না। তাই ছোট বেলাটা কেটেছে গৃহশিক্ষকের সান্নিধ্যে। ঠিক তখন, যখন ঠাকুর পরিবারের একটা অলিখিত নীতি ছিল, প্রত্যেককে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে জ্ঞান লাভ করতে হবে। সবাই নিতেনও। ব্যতিক্রম শুধু রবীন্দ্রনাথই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়তো তখন রবি ছোট ছিলেন বলে ততটা চাপ দেননি। এরই মধ্যে রবি আবার বিলেত গিয়ে ফিরে এসেছেন। গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পড়তে। কিন্তু ব্যারিস্টারির চেয়ে গাঁয়ের নদীর মাঝি হওয়ার ইচ্ছেটাই ঢের বেশি ছিল বোধ করি রবির! এখন তিনি আবার ঠাকুর পরিবারে এসেছেন। থাকতে চাচ্ছেন এখানেই। ঠিক এই কারণেই হয়তো বলা হয়, 'পৃথিবীর সব মহাজ্ঞানী জীবনে একবার হলেও বাড়ি থেকে পালিয়েছেন, ব্যতিক্রম কেবল রবীন্দ্রনাথ'! তবে রবীন্দ্রনাথ বাড়ি থেকে না পালালেও, বাড়ি ছেড়ে ঠিকই গেছেন; প্রকৃতির কাছে। একবার নয়, বার বার। এই প্রকৃতিই তাঁর শিক্ষক। মহাজ্ঞানীরা প্রকৃতি থেকেই জ্ঞান আহরণ করেন। নজরুলের বেলায় ব্যাপারটা আরো প্রাসঙ্গিক। যেন হেঁটেছেন আর পাথরের কণা থেকে জ্ঞান কুড়িয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ তার অর্ধেকও হয়নি, কিন্তু তিনিই আজ বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

টমাস আলভা এডিসনের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারতো একই ঘটনা! একদিন টমাস আলভা এডিসন স্কুল থেকে হেডমাস্টারের দেওয়া একটি পত্র নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন। ভয়ে বাবাকে না দিয়ে মায়ের হাতেই দিলেন সেই পত্র। কারণ তিনি জানতেন এতে তার বিরুদ্ধে থাকতে পারে অভিযোগ। এডিসনের মা পত্রটি হাতে নিয়ে জোরে পড়তে লাগলেন, 'আপনার পুত্র খুবই মেধাবী, এই স্কুলটি তার জন্য খুবই ছোট এবং তাকে পড়ানোর মতো যথেষ্ট প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই। দয়া করে আপনি নিজেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করুন।' টমাস তারপর বাসায় তার মায়ের কাছেই পড়তে শুরু করেন। মায়ের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই একটা সময় টমাস বিখ্যাত বিজ্ঞানী বনে যান। আবিষ্কার করেন গ্রামোফোন, বৈদ্যুতিক বাল্ব। এখন চারিদিকে তার জয়গান। একদিন পুরনো কাগজ ঘাটতে গিয়ে টমাসের হাতে পড়ে সেই চিঠিটি, যা তাঁর শিক্ষক দিয়েছিলেন। পড়তে থাকেন টমাস, 'আপনার সন্তান স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন, সে এই স্কুলের উপযুক্ত নয়, আমরা কোনোভাবেই তাকে আর এই স্কুলে আসতে দিতে পারি না'। চোখ ভিজে যায় টমাসের। চোখ কিন্তু এখন আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদেরও ভিজে। যতটা না পড়ার ভয়ে, তার চেয়ে বেশি পরীক্ষার ভয়ে।

যে ধরনের শিক্ষানীতিই প্রবর্তন করা হোক না কেন, পরীক্ষা সর্বদা মূলে। বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের কথা বলেন। কিন্তু মূল ঠিক রেখে! মূল ঐ পরীক্ষা প্রথা। আমাদের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের একমাত্র পদ্ধতি এখন পরীক্ষা ব্যবস্থা। যার জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমরা পাস করা শিক্ষিত পাচ্ছি, কিন্তু জ্ঞানী পাচ্ছি না। না-পাওয়ার দায়টা শিক্ষা ব্যবস্থা এড়াতে পারে না। কারণ পরিবেশটা সেই তৈরি করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার হিসাব-নিকাশ যদি করা হয় চোখ কপালে না উঠে পারবে না। সেই প্রথম শ্রেণি থেকে পিএইচডি পর্যন্ত। কোথায় নেই পরীক্ষা? কিন্তু পরীক্ষাই কি আমাদের শিক্ষা বা শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের সঠিক পথ? অথচ সেই পরীক্ষাই আজ যেখানে শিক্ষার্থীদের কাছে এক মহাভীতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চম শ্রেণি সমাপনী ও অষ্টম শ্রেণি জেএসসি নামে যে দুটো পরীক্ষা নেওয়া হয়, এগুলো অপ্রয়োজনীয় তো বটেই, অনেকটা বোঝার উপর শাকের আঁটি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বাদ দিলে থাকে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারটা। এর মধ্যে অনার্সই অগ্রগণ্য। কিন্তু অনার্সও কি সেই ব্যাধির বাইরে?

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখন পরিণত হয়েছে 'পরীক্ষাময় বিশ্ববিদ্যালয়ে'। সেখানে শুধু পরীক্ষা আর পরীক্ষা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কি এমন হওয়ার কথা ছিল? যেখানে ছেলেরা আসবে আর পরীক্ষা দেবে? বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটা বিশ্বময় গবেষণাগার। সেখানে শিক্ষার্থীরা শুধু শিখবেই না, একই সঙ্গে গবেষণাও করবে। অনেকই বলতে পারেন, গবেষণার ব্যবস্থা কই? এই যে 'ব্যবস্থাটা' না-হওয়া, তার জন্য আজকের শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী। আজকের ব্যবস্থাটা পরীক্ষানির্ভর। আমরা যদি পরীক্ষানির্ভর না হতাম, তাহলে অবশ্যই এতোদিনে গবেষণার ব্যবস্থা হয়ে যেত। আমরা এতোদিন পেতাম অসংখ্য গবেষক, বিশেষজ্ঞ, দার্শনিক। পদ্মা সেতু বা পায়রা বন্দরের জন্য কোটি টাকা দিয়ে বিদেশ থেকে ভাড়া করে আনতে হতো না পরামর্শক। সেটা এদেশেই পাওয়া যেত। আর দেশের এই অঢেল সম্পদ বিদেশে না গিয়ে দেশেই থেকে যেত। আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'আমি সব সময়ই পরীক্ষার বিরোধিতা করি। পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের জানার আগ্রহকে মেরে ফেলে। শিক্ষার্থীদের জীবনে কোনোভাবেই দুইটির বেশি পরীক্ষা দেওয়া উচিত নয়।' সেখানে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা প্রতি বছরই মুখোমুখি হয় কয়েকটা পরীক্ষার! তাই শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ভাবার আগে, আমাদের মূল নিয়ে ভাবা উচিত। ভাবা উচিত এই গলধঃকরণ পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। পরীক্ষাকে যদি আমরা গবেষণায় পরিণত করি, তবেই পেয়ে যাবো প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা, আর এ ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্ঞানী নাগরিক। যেটা অনেক আগে থেকে আমরা চেয়ে আসছি; এখনো চাচ্ছি।

● **লেখক : শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা**